তারিখ 12 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

শিক্ষকের পিটুনিতে ১০ শিক্ষার্থী আহত

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী)

টিফিনের সময় ছাত্রছাত্রীদের কোলাহলে শিক্ষিকার ঘুমের বাচ্চা জেগে ওঠায় শিক্ষিকার কঞ্চিকাঘাতে পঞ্চম শ্রেণীর ৯ ছাত্র আহত হয়েছে। অপরদিকে মুখস্ত পড়া দিতে না পারায় কিন্টার গার্টেন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীর ডাষ্টার দিয়ে পিটিয়ে হাত ভেঙ্গে দিয়েছে এক শিক্ষক। ঘটনা দুটি ঘটেছে গত শনিবার নীলফামারীর কিশোগরঞ্জ উপজেলার চাঁদখানা ইউনিয়নের উত্তর চাঁদখানা বেগম নুরুন্নেছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মুশরত পানিয়াল পুকুর সবুজ সেনা শিশু নিকেতন স্কুলে। গতকাল শনিবার উত্তর চাঁদখানা বেগম নুরুন্নেছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিফিন দেয়া হয় দুপুর দেড়টার সময়। এসময় ছাত্রছাত্রীরা হৈ হল্লোর করে ক্লাস থেকে বেড়িয়ে আসলে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ছাদিয়া বেগমের ছয় মাস বয়সের শিশু ঘুম থেকে জেঁগে উঠে কান্না কাটি শুরু করে। এ অপরাধে ওই শিক্ষিকা পঞ্চম শ্রেণীর ১০/১২জন ছাত্রকে ক্লাস রুমে ডেকে এনে কাচা কঞ্চি দিয়ে হাত ও পায়ে সাংঘাতিক মারপিট করে। ছাত্রদের কান্নাকাটির শোরগোলে স্কুলের পাশের বাড়ীর অভিভাবক সাদিকুল ইসলাম গুরুত্বর আঘাত প্রাপ্ত ৯জন ছাত্রকে কিশোরগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। এসময় তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। শিক্ষিকা ছাদিয়া বেগমের সাথে কথা বললে তিনি কঞ্চিকঘাত করার কথা অস্বীকার করে বলেন, কয়েকজন ছাত্রকে শুধু হাত দিয়ে চড় থাপ্পর দিয়েছি। প্রধান শিক্ষক মোজাহারুল ইসলাম বলেন, ঘটনার সময় আমি স্কুলে ছিলাম না পরে স্কুলে এসে ঘটনাটি শুনেছি। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুদুল হাসানের সাথে কথা বললে তিনি বলেন, ঘটনাটি শুনেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত অভিযোগ পাইনি।

অপরদিকে পাঠ্য বইয়ের ইংরেজী পড়া মুখস্থ বলতে না পারায় রিফামনি নামের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক শিশু ছাত্রীর ডাষ্টার দিয়ে পিটিয়ে ডান হাত ভেঙ্গে দিয়েছে পানিয়াল পুকুর সবুজ সেনা শিশু নিকেতনের ইংরেজী শিক্ষক জহুরল হক। ঘটনা শুনার পর অভিভাবকসহ এলাকাবাসী এসে ওই শিক্ষককে ক্লাসরুমে আটকে রাখে। পরে ওই শিক্ষক চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করার প্রতিশ্রুতি দিলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

শিক্ষক জহুরুল হক বলেন, এটি একটি দুর্ঘটনা। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক আবুল হোসেন বলেন, আমরা এটি মিমাংসা করে দিয়েছি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর